SREDA
Sustainable and Renewable
Energy Development Authority

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-১৭

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)
বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭

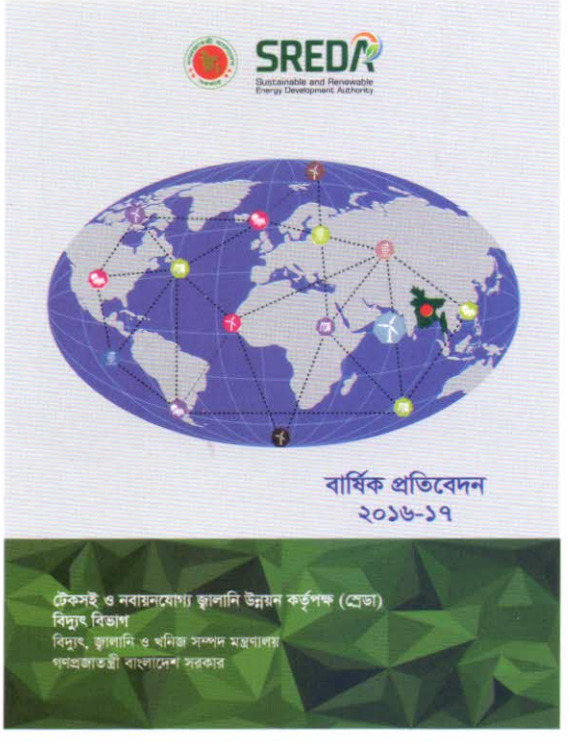

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)

বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

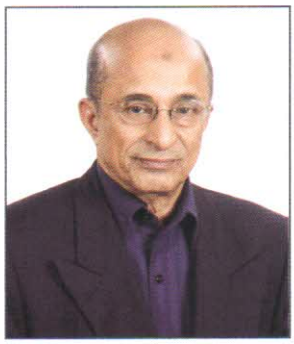

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

বাণী

নবগঠিত টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)'র ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ''বার্ষিক প্রতিবেদন'' প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এ প্রতিবেদনে বিগত বছরে স্রেডা গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও অর্জন অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে আমি আশা রাখি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা ও গতিশীল নেতৃত্বে বিগত ০৮ (আট) বছরে বিদ্যুৎ খাতে অভাবনীয় সাফল্যের নজির স্থাপিত হয়েছে। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের শতভাগ ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৫ হাজার মেগাওয়াট অতিক্রম করেছে। একইসাথে প্রচলিত জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে জ্বালানি বহুমুখীকরণ ও পরিবেশ সহায়ক উৎস, নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার এবং জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য স্রেডা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা সুসংহত করার উদ্দেশ্যে কয়লা, তরলীকৃত গ্যাস এবং পারমাণবিক ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে ঘিরে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সে নিরিখে আগামী ২০২১ সালে মোট প্রায় ২০০০ মে.ও. বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারের পাশাপাশি জ্বালানির দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয়ে স্রেডা দেশব্যাপি উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম শুরু করেছে। এতে গ্রাহকদের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সামগ্রী ব্যবহারের মনোভাব গড়ে উঠছে এবং নবায়নযোগ্য তথা সবুজ জ্বালানির বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। জ্বালানি সাশ্রয়ী কার্যক্রমের আওতায় কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন, এনার্জি অডিট, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওয়েস্ট হিট রিকোভারী ও কোজেনারেশন কার্যক্রম, এনার্জি স্টার লেবেলিং কার্যক্রম, বয়লার ও ফার্নেস এর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, ইট ভাটায় জ্বালানি সাশ্রয়ী চুল্লি স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুইচ অফ স্কুলিং প্রোগ্রাম পরিচালনা ছাড়াও স্কুল শিশুদের সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। স্রেডার চলমান কার্যক্রম এবং অর্জন নিয়ে প্রকাশিত হতে যাওয়া ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সবার মাঝে সমাদৃত হবে বলে আমি আশা করি।

আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং স্রেডার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

নসরুল হামিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)-এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সরকার বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে স্রেডা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা-২০৩০ সাল পর্যন্ত জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণের জন্য মহাপরিকল্পনা গ্রহণ এবং এ বিষয়ক বিধিমালা প্রণয়ন করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এ সকল আইন ও বিধিমালার সুফল দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। অফগ্রিড এলাকায় বর্তমানে সোলার হোম সিস্টেম এবং মিনিগ্রিড ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাণিজ্যিক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প ও সামাজিক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই এর লক্ষ্যে 'উইন্ড রিসোর্স ম্যাপিং প্রকল্প' এর আওতায় বায়ু প্রবাহের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা কর্মসূচী ও বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম ফলপ্রসূ হলে ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে আসবে। তাছাড়া, Energy Efficiency and Conservation Master Plan-এ ২০২১ সালের মধ্যে মোট জ্বালানির ১৫% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম এগিয়ে নিতে স্রেডা আগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি। আমার বিশ্বাস, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ও প্রসার, জ্বালানি সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে স্রেডা নিরলস কাজ করে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে আরো আবদান রাখবে।

আমি টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

নসরুল হামিদ, এমপি